বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১, ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯;
ই-মেইলঃ dgmppd@krishibank.org.bd
ক্রেডিট বিভাগ

স্মারক নম্বর ঃ প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-৫/রুমাবি-৩৫২/২০২২-২০২৩/ ২২৪৭ (১২৫০) তারিখ ঃ ১২/০৩/২০২৩

বিষয় ঃ আর্থিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে এ বছরের প্রতিপাদ্য "প্রবাসী আয় বৈধ পথে প্রেরণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি" বিষয়ক আলোচনা সভার কার্যবিবরণী।

প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
স্থান	ঃ	বোর্ড রুম, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	ঃ	০৬ মার্চ ২০২৩, রোজঃ সোমবার, সময়ঃ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা।
উপস্থিতি	ঃ	সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ, প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান এবং সভা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ও মাঠ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

০৬-০৩-২০২৩ খ্রি.তারিখ সোমবার বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে আর্থিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে এ বছরের প্রতিপাদ্য "প্রবাসী আয় বৈধ পথে প্রেরণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার। উক্ত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ, প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান এবং সভা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এছাড়া মাঠ কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুালি সংযুক্ত ছিলেন। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক -১ জনাব চানু গোপাল ঘোষ এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়।

০২। বিকেবি আর্থিক সাক্ষরতা উইং এর প্রধান হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব চানু গোপাল ঘোষ মহোদয় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত Financial Literacy Guidelines for Banks and Financial Institutions অনুযায়ী আর্থিক সাক্ষরতা এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বিকেবি আর্থিক সাক্ষরতা উইং সম্পর্কে সার্বিক ধারনা দেন এবং এর কার্যক্রমের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

০৩। সভার প্রথমে আর্থিক সাক্ষরতা দিবস এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত Financial Literacy Guidelines for Banks and Financial Institutions সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শন করেন ক্রেডিট বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম। তিনি আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা সম্পর্কে বলেন-দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে উন্নয়নের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বিধায় বিশ্বব্যাংক, এ-২০, ASEAN, ESCAP থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদের মূল এজেন্ডায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সংযুক্ত করেছে। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের (SDGs) আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল আর্থিক সেবাসমূহের বহুমুখীকরণ ও ব্যয়সাশ্রয়ী বিকল্প মাধ্যমে আর্থিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ প্রেক্ষিতে দেশের আপামর জনগোষ্ঠী তথা আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নারী উদ্যোক্তা, কটেজ, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাভোগী, গার্মেন্টস্ শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নিম্নআয়ের পেশাজীবী, স্কুল শিক্ষার্থী, পথশিশু, প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ সবধরণের জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে নানাবিধ নীতি/কার্যক্রম প্রণয়ন করে চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। উক্ত প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

চলমান পাতা-০২

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জারিকৃত এফআইডি সার্কুলার নং-০১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Financial Literacy Guidelines for Banks and Financial Institutions এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা সহায়ক পুস্তিকাও জারি করা হয়। উক্ত পুস্তিকার আলোকে আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য, আর্থিক সাক্ষরতার মূল ক্ষেত্রসমূহ, আর্থিক সাক্ষরতার মূল টার্গেট গ্রুপ, আর্থিক সাক্ষরতা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ, আর্থিক সাক্ষরতা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা ধাপসমূহ, আর্থিক সাক্ষরতা বাস্তবায়নের পর্যায়সমূহ ও ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহসহ সার্বিক কার্যক্রম সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও মহোদয় আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তাদের সম্পর্কে বর্ণিত নির্দেশনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

০৪। সভায় ফরেন রেমিট্যান্স বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তার বক্তব্যে আর্থিক সাক্ষরতা সংক্রান্ত ২০২৩ সালের প্রথমার্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রবাসী আয় বৈধ পথে প্রেরণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি" এর উপর পাওয়ার পয়েন্ট শো প্রর্দশন করেন। তার প্রর্দশনীতে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স খাত, বৈধ পথে রেমিট্যান্স আনয়নের প্রধান অন্তরায় সমূহ, হুন্ডি কী, বৈধ ও অবৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরনের অর্থনৈতিক প্রভাব, বৈধ ও অবৈধ পথ এর প্রতিযোগিতা, মুদ্রা বিনিময় হার, মানি লন্ডারিং আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও প্রবাসী আয় বৈধ পথে প্রেরণের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের করনীয় সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। মহোদয় ভবিষ্যতে বিকেবিতে রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের রেমিট্যান্স কার্ড প্রদান সহ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর নানান ধরণের পুরষ্কার কর্মসূচি গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

০৫। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় দুইটি প্রদর্শনী সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের মহাব্যবস্থাপকগণের বক্তব্য শুনতে চান। বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর মহাব্যবস্থপক জনাব মোঃ সালাউদ্দিন রাজীব বলেন ইতিমধ্যে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল কর্তৃক আয়োজিত এ বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহন করেছেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করেছেন। বিকেবির এ ধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের এবং গৃহীত পদক্ষেপ এর জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা এর মহাব্যবস্থাপক জনাব গোলাম মোহাম্মদ আরিফ আলোচ্যসূচিটি খুবই যুক্তিযুক্ত উল্লেখ করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করা এবং আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর প্রোগ্রামসমূহের জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মপরিধি অনুযায়ী কিছু পরিমান বাজেট প্রদানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ খালেদুজ্জামান আর্থিক সাক্ষরতা দিবস ও চলমান ১০ দিনব্যাপী ঋণ আদায় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিকেবি নারায়ণগঞ্জের একটি শাখা থেকে সংযুক্ত হয়ে আলোচ্যসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

বিকেবি স্টাফ কলেজ, ঢাকা এর প্রিন্সিপাল জনাব মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম বলেন আমাদের চলমান প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের গ্রাহকগণকে এ কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা যায়। তাছাড়াও চলমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে এ বিষয়ক পাঠকে অন্তর্ভুক্ত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ এর মহাব্যবস্থাপক জনাব জামিল আহমেদ বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও ঋণ আদায়-বিতরণ কার্যক্রমে জনগণকে আর্থিক সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রমের ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর মহাব্যবস্থাপক জনাব নাজমুল হোসেন অদ্যকার আলোচনা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোপাত করেন। তিনি বলেন বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরনে বিকেবি বিভাগীয় কার্যালয় সিলেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং আর্থিক অর্ন্তভুক্তিতে অবদান রেখে যাচ্ছে। হুন্ডি প্রতিরোধ ও রেমিট্যান্স সেবা সহজলভ্য করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রধান কার্যালয় থেকে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রতি তিনি দৃষ্টি আরোপ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা ও কুষ্টিয়া এর মহাব্যবস্থপক জনাব আশরাফুজ্জামান খান পূর্বোক্ত মহাব্যবস্থাপকগণের সাথে একমত পোষন করে মাঠ পর্যায়ে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম অন্যান্য মহাব্যবস্থাপকগণের বক্তব্যের সাথে একমত প্রকাশ করেন।

চলমান পাতা-০৩

০৬। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানগণের মধ্যে জনসংযোগ ও প্রটোকল বিভাগ ও বিকেবি পরিচালনা বোর্ড সচিব জনাব কাজী মোহাম্মদ নজরে মঈন তার বক্তব্যে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সম্পৃক্ত করার কথা উল্লেখ করে সকল স্তরের ব্যাংকারদের এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন নতুন নতুন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের সময় তাদের ব্যাংকমুখী করার প্রচারনা সাথে শিক্ষার্থীদের মাঝেও বিকেবিকে তুলে ধরতে হবে।

ঋণ আদায় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ফকির তার বক্তব্যে বলেন এখনও অসংখ্য মানুষ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তথা আর্থিক সাক্ষরতার বাইরে আছেন। তাদেরকে অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসতে পারলে এ কার্যক্রমে সফলতা আসবে। মহোদয় উক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ঋণ আদায়-বিতরণ,হিসাব খোলা, রেমিট্যান্স আনয়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

০৭। সভায় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ মহোদয় জনাব খান ইকবাল হোসেন তার বক্তব্যে তিনি তাঁর চাকুরি জীবনে বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন A Branch Manager is a Financial Adviser to his Customer. শুধুমাত্র ব্যাংক হিসাব পরিচালনাই নয় ঋণ সম্পর্কে জ্ঞান ও ভবিষ্যত আর্থিক পরিকল্পনাও আর্থিক সাক্ষরতার মূল অংশ। সেই হিসেবে নতুন নতুন ধারনা ও সচেতনতা উক্ত কার্যক্রমকে সফল করার জন্য খুবই জরুরী বলে তিনি ব্যাখ্যা করেন। বিকেবি'র প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি সচেতন হন তবেই এ কার্যক্রমের সফলতা আসবে বলে তিনি মনে করেন।

০৮। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মহোদয় জনাব চানু গোপাল ঘোষ তার বক্তব্যে আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রমকে গতীশলতা করার জন্য বিকেবি, স্টাফ কলেজে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কোর্সকারিকুলামে উক্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং বিশেষভাবে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ চলাকালে আর্থিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত জ্ঞান সঠিকভাবে বিতরণ করতে পারলে তারা আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা হিসেবে শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংক প্রনীত পুস্তিকাটি সকল শাখায় ব্যবস্থাপকগণ বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে সংরক্ষণ ও এর মর্মানুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। CAM LCO হিসেবে তিনি মানি লন্ডারিং ও হুন্ডি কার্যক্রমের নেতিবাচক দিকগুলো এ দেশের মানুষের সামনে প্রকাশ করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।

০৯। **আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ**

৯.০১) শীঘ্রই প্রধান কার্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক সাক্ষরতা উইং গঠন করা হবে; **(কার্যকরণ- এইচআরএমডি-১)**

৯.০২) আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা অনুসরন করে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং পর্যায়ক্রমে সকল শাখায় সময়ে সময়ে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য অনুযায়ী প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে; **(কার্যকরণ-সকল বিভাগীয় কার্যালয়)**

৯.০৩) শাখা/উপশাখা পর্যায়ে রিসোর্স পারসন তৈরি করার জন্য এক/একাধিক কর্মকর্তাকে সাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের অংশ হিসেবে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ বিকেবি স্টাফ কলেজের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; **(কার্যকরণ- বিকেবি, স্টাফ কলেজ)**

৯.০৪) ব্যাংক এর স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান যেমনঃ উঠান বৈঠক, মহাক্যাম্প, রেমিট্যান্স সপ্তাহ উদযাপন, আমানত সংগ্রহ/ঋণ আদায় মাস, মধুমেলা ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক সেবা অনগ্রসর/দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌছে দিতে হবে; **(কার্যকরণ- সকল বিভাগীয় কার্যালয়, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, সকল শাখাসমূহ)**

৯.০৫) নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ আর্থিক সাক্ষরতা উইং এর মাধ্যমে মাঠ কার্যালয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ ০৭(সাত) বছরের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে; **(কার্যকরণ- ক্রেডিট বিভাগ)**

৯.০৬) যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং যথাযথভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে; **(কার্যকরণ- ক্রেডিট বিভাগ)**

৯.০৭) সর্বোপরি জনগণকে মূল অর্থনীতির ধারায় সম্পৃক্ত করা এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করা তথা একটি শক্তিশালী আর্থিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করার মাধ্যমে আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রমকে সফল করতে হবে। **(কার্যকরণ- সকল বিভাগীয় কার্যালয়, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, সকল শাখাসমূহ)**

চলমান পাতা-০৪

১০। সভার প্রধান অতিথি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাননীয় ব্যাবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার তার মূল্যবান বক্তব্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। মহোদয় বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক এর গর্ভনর মহোদয় তার দায়িত্ব নেওয়ার শুরু থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে সচেতনার বিষয়টি নিয়ে তার সাথে আলোচনা করেন। গর্ভনর মহোদয় বলেন এখনও অসংখ্য কৃষক ঋণ সুবিধার বাহিরে আছেন এবং অনেকেই দাদনব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহন করে বিপদে আছেন। তাদেরকে কৃষি ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তির ক্ষেত্রে বিকেবিকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। সে হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রমে অগ্রগন্য ভূমিকা পালন করবে। সেবার মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে মর্মে মহোদয় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর পূর্বতন জনতা ব্যাংকের নির্বাহী হিসেবে থাকাকালীন পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি জনগণের মধ্যে মানি লন্ডারিং সম্পর্কে সচেতনতা, হুন্ডি প্রতিরোধে সচেতনতা, আর্থিকভাবে অনগ্রসর জনগনকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, যারা সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না বা যারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না তাদেরকেও উক্ত কর্মসূচিতে আনতে পারলে কার্যক্রমটি সফলকাম হবে। এ প্রসঙ্গে মহোদয় আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রমে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এ কার্যক্রমে একজন ব্যাংকার হিসেবে ভূমিকা কথা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সর্বশেষে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রম ও বর্তমান বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সফলতা কামনা করেন এবং সকলকে এ কাজে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করার জন্য আহবান জানান। পরিশেষে উক্ত সভায় আয়োজন করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও সকলের মঙ্গল কামনা করে সভার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২/০৩/২০২৩

(চানু গোপাল ঘোষ)
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্মারক নম্বর ঃ প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-৫/রুমাবি৩৫২/২০২২-২০২৩/ ২২৪২(২২৫০) তারিখ ঃ ১২/০৩/২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। চিফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। সচিব/সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কে **উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৭। সকল প্রমোটার (উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৮। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। নথি/মহানথি।

১২/৩/২৩

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক